কালীগঞ্জে গৃহহীনকে পাকা ঘর উপহার

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সুবোল বোস মনিরের নিজস্ব অর্থায়নে কোলা ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামে নির্মিত ঘরের শুভ উদ্বোধন এবং উপকারভোগীর নিকট ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব সুবোল বোস, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহা। নতুন ঘর পেয়ে উপকার ভোগী পরিবার আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এ সময় জেলা মৎস্য অফিসার (যশোর), উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (কালীগঞ্জ), উপজেলা মৎস্য অফিসার, কোলা ইউপি চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

ভেড়ামারার সাবজোনে আখ না নেওয়ায় আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক

কুষ্টিয়া সুগার মিলে আখ না নেওয়ায় গতকাল সোমবার ২ একর জমির দণ্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক আঃ ওয়াহেদ। এছাড়াও সুগার মিলের শ্রমিকরা বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, ভেড়ামারার সাবজোন ভবানীপুর আখ ক্রয় কেন্দ্রের অধীনে ৪৭ নং ইউনিট চকমাদিয়া গ্রামের কৃষক আঃ ওয়াহেদ তার নিজ ২ একর জমির দন্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

কৃষক আঃ ওয়াহেদ জানান, চকমাদিয়া মাঠে ২ একর জমিতে আখ চাষ করি। জগতি সুগার মিল আখ নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় জমির আখ গুলো পুড়িয়ে দিয়েছি।

এছাড়াও বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কানামুনা শ্রমিকরা। কুষ্টিয়া সুগার মিলের প্রধান ফটকে এ বিক্ষোভ করেন তারা। প্রায় ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন। হঠাৎ কুষ্টিয়া সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কাজে না আসার কথা জানালে নিরাসায় ভুগছেন শ্রমিকরা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিক আফতাব হোসেন জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে আমি কর্মরত আছি। মন্ত্রী বলেছিলেন, আখ মৌসুম বন্ধ হলেও শ্রমিকদের চাকরি যাবেনা।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের লিখিত ডকুমেন্ট ছাড়াই মৌখিক ভাবে কাজে আসতে নিষেধ করলেন কর্তৃপক্ষ। আমরা আমাদের সংসার নিয়ে এখন রাস্তায়। আমরা এখনো ৬ মাসের বেতন, ভাতা ও ওভারটাইমের টাকা পাবো। এখন যদি আমরা কাজ না করি বকেয়া টাকাও না পাই তাহলে আমাদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

শুধু আফতাব নয় তার মত একই হতাশাই ভুগছেন রতন, আব্দুল মান্নান, রুবেল হোসেন,বশির আহম্মেদসহ ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবী গ্যারেজ, অফিস ও কোন কোন বিভাগে কর্মরত শ্রমিক এখনো কর্মরত আছেন কিন্তু শুধু আমাদের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের বাদ দেয়া হলো কেন। বাদ দিলে সকল বিভাগের কানামুনাদের বাদ দিতে হবে।

বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর কাছে বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতে দাবী করেন কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যেন এমন অবস্থায় পরিবার নিয়ে পথে না বসে এই দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং অনুদান সহ সরকারি সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের জনসভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকাল ৪ টায় স্থানীয় চৌরাস্তা মোড়ে অনুষ্ঠিত সভায় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খাইরুল ইসলাম মুকুল বক্তব্য রাখেন , জেলা আওআমী লীগের সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন , তৈয়ব আলী জোয়ার্দার , বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ও পিপি এডঃ ইসমাইল হোসেন , সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম আহমেদ , উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা , দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ , উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান ,

সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নায়েব আলী জোয়ার্দার , মুক্তার আহমেদ মৃধা , উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু , মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক উপজেলা আওয়ামী লীগ মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু ,সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হান্নান , জুলফিকার কায়সার টিপু , শামসুল ইসলাম জোহা , শাকিল আহমেদ , আবুজর গিফারী গাফ্‌ফার , মহিদুল ইসলাম মন্নু , উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এড . আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

এছাড়াও অপর দুটি জনসভা মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের প্রধান কার্যালয় ও কবিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বলিয়ারপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর মেম্বর ও নাগদাহ গ্রামের সরোয়ার মেম্বর উত্তোলনকৃত বালি বিক্রয় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে । উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে না কোন পদক্ষেপ।

জানা গেছে , আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৮টি ঘর নির্মাণের পদক্ষেপ নেয় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন।

যাদের জমি ও বসতবাড়ি নাই তাদের বসবাসের জন্য মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাড়ি নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন।

বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণে প্রায় ১০ কাঠা জমিতে ৮ টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণে সরকারি খাস জমি নির্ধারণ করে। ওই জমি নিয়ে নাগদাহ গ্রামের দখলকৃত মালিকের সাথে আইনে জড়াই প্রশাসন। বর্তমানে জমিতে অস্থায়ী ঘর নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা ও ১৪৪ ধারা জারি করেছে জুডিশিয়াল আমলি আদালত। এরই কারণে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য ১শত ২০ গাড়ি বালির প্রয়োজন। ঘর নির্মাণের জন্য বলিয়ারপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী মাঠের মধ্যে সদ্য খননকৃত পুকুরের ২০ থেকে ৩০ ফিট গভীর থেকে সরকারি নির্দেশনা ও আইনলঙ্ঘন করে প্রায় ৫শত গাড়ি বালি উত্তোলন করা হয়।

উত্তোলনকৃত বালি খুচরা বাজারে ৫ শত টাকা দরে বিক্রয় করছে। যার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বালি উত্তোলন ব্যয় হিসেবে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা খরচ হয় , সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা লাভ হচ্ছে।

এতে সরকার ব্যাপকভাবে রাজস্ব হারাচ্ছে , ক্ষতির হুমকিতে আছে আবাদি

ফসলের প্রায় শতাধিক জমি। বোরো মৌসুমে আবাদি জমিতে পানি থাকবে না বলে জানায় স্থানীয় মাঠ পর্যায়ের সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা।

নাম না প্রকাশে অনেক কৃষক জানান, আবাদি জমির পাশেই গভীর থেকে বালি উত্তোলন করেছে বাহাদুর ও সরোয়ার মেম্বর। এরই কারণে শুকনো মৌসুমে আবাদি জমিতে পানি স¦ল্পতা দেখা দেবে।

আরো জানায়, ইতিপূর্বে সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাহাত মান্নান গভীর থেকে বালি উত্তোলনের ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজসের অভিযোগের কারণে তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে জেলা প্রশাসন।

এরই কারণে আলমডাঙ্গা উপজেলায় পুকুরের গভীর থেকে বালি উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ করে। এতে থমকে পড়ে এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রকল্পের রাস্তা,কালভার্ট ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন মূলক কাজ।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ সালের ৬২ নং ধারায় বলা হয় বিপনণের জন্য কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া কিংবা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাবে না।

এছাড়াও, পরিবেশ আইন ১৯৯৫ সালের ১ নং ধারার অধীনে পরিবেশগত ভাবে সংকটাপন্ন হলে উত্তোলনকৃত পাম্প ও বালি মাটি উত্তোলন করা যাবে না। যদি আইন লঙ্ঘন করে, উত্তোলনকৃত মালামাল জব্দ করা হবে।

এই ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির বলেন, কেউ লিখিত ভাবে আমাদের নিকট অভিযোগ করলে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি জমিতে অবৈধ ঘর

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সন্নিকটে বাংলাদেশ সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ১নং খাস

খতিয়ানের জমি দখল করে দোকান ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় দুই মাস ধরে দোকানগুলোর নির্মাণ কাজের মহাউৎসব চলছে।

সরকারি জমি দখলকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় বারবার তাদের নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে বললেও তারা কোনো কর্ণপাত করেননি বলেও জানান ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা।

স্থানীয়রা জানায়, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড়ে অবস্থিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের পাশে সরকারি খাস জমিতে কার্পাসডাঙ্গা এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জবরদখল করে বাঁশ-টিন দিয়ে দোকান ঘর নির্মাণ করে আসছে বেশ কিছু দিন ধরে। এসব নির্মাণাধীন দোকান ঘর রাতের আঁধারে কিংবা সরকারি ছুটির দিনে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

এ বিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম জানান, সরকারি জমিতে ঘর নির্মাণের কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি। ছুটির দিনে তারা এসব অবৈধ দোকান ঘর নির্মাণ করছে। তাদেরকে একাধিক বার নিষেধ করার শর্তেও তারা শুনতে নারাজ। আমি ইউএনও ও এসিল্যান্ড স্যারকে বিষয়টি জানিয়েছি।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু জানান, জানতে পেরেছি স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি সরকারি জমিতে অবৈধ ভাবে দোকান ঘর নির্মাণ করছে।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, সরকারি জমিতে ঘর নির্মাণের বিষয়টা জানতে পেরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এবং দখলবাজদের সকল প্রকার অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিতে ২দিনের সময় বেঁধে দিয়েছি। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে না নিলে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কেমন আছেন কালীগঞ্জের ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা !

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে যে ছাত্র সংগঠনটির জন্ম , অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গতকাল সোমবার ৭৩ বছর পূর্ণ করছে সেই ছাত্র সংগঠনটি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম ছাত্রলীগ। পাকিস্থান আমলেই মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর নাম হয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

১৯৮৩ সালে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে বর্তমান কমিটি পর্যন্ত ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে এসেছেন ১২ জন। আহবায়ক ছিলেন ২ জন। আর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন ২ জন ও ১জন ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক । সাবেক এই ছাত্র নেতাদের মধ্যে অনেকে বেঁচে নেই। বর্তমানে আওয়ামী লীগে সাবেক ছাত্রনেতাদের নেই কোন পদ। জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল কালীগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছেন। বাকীরা সবাই পদহীন রয়েছেন।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় প্রথম ছাত্রলীগের কমিটি হয় ১৯৮৭ সালে। সেই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাছুদ সাজ্জাদ সভাপতি হন। বর্তমানে তিনি শহীদ নূর আলী কলেজের শিক্ষকতা করছেন। তার সময়ে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন মতিয়ার রহমান মতি। এই কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন আনিচুর রহমান মানু। তিনি বর্তমান কালীগঞ্জ কোয়ালিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক।

১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের সভাপতি হন মতিয়ার রহমান মতি। পরে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের পদেও ২বার দায়িত্বে ছিলেন। ২০১৪ সালে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস -চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন তিনি। তার সময় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ছিলেন উপজেলার খামার মুন্দিয়া গ্রামের আদিল উদ্দীন মন্ডলের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান মন্নু। তিনি ১০ /১২ বছর আগে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত এই সংগঠনের আহবায়ক ছিলেন রেজাউল ইসলাম। রাজনীতিতে থাকলেও তেমন সরব নন। তিনি বর্তমানে ব্যবসায়ী। তার সময় যুগ্ম -আহবায়ক ছিলেন নজরুল ইসলাম। বর্তমানে তিনি মোবারকগঞ্জ

সুগার মিলে চাকুরী করেন।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন রেজাউল করিম রেজা। ১৯৯৮ সালে দলীয় কোন্দলে দুর্বৃত্তদের হাতে মাহতাব উদ্দীন ডিগ্রী কলেজ মাঠে নিহত হন। রেজা সভাপতি থাকা কালীন সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন মোঃ ইদ্রিস আলী। বর্তমানে তিনি ব্যবসা করেন। রেজা মারা যাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন নজরুল ইসলাম। কিছুদিন পরে উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

২০০১ সালে আবার উপজেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক কমিটি করা হয়। আহবায়ক হন মোস্তাফিজুর রহমান বিজু। তিনি ২০১১ সালে কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগ সদস্য পদ লাভ করেন। বিজুর সময় যুগ্ম-আহবায়ক ছিলেন আব্দুল গাফ্ফার। তিনিও বর্তমানে ব্যবসা করেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সক্রিয় রাজনীতির পাশাপাশি তিনি জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সোহেল সভাপতি থাকাকালীন সাধারণ সম্পাদকের পদে ছিলেন নাছির উদ্দীন পলাস। রাজনিতী ছেড়ে তিনি চাকুরীতে চলে যান। তিনি বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংকে চাকুরী করেন। পরে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন জাকির হোসেন। তিনি বর্তমানে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে চাকুরী করেন।

২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির পদে ছিলেন ইসরাইল হোসেন। ২০১৫ সালে তিনি মাহতাব উদ্দীন ডিগ্রী কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ইসরাইল শিক্ষকতা শুরু করলে ২০১৭ সালে সহ-সভাপতি আনিচুর রহমান মিঠু মালিতা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন। ইসরাইলের সময় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কাজী রিপন। বর্তমানে দলীয় কোন পদ নেই তাদের।

বর্তমানে কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির পদে রয়েছেন মোঃ নাজমূল হাসান। তার বাড়ি মল্লিকপুরে। এ ছাড়া বর্তমান সাধারণ সম্পাদক হলেন মনির হোসেন সুমন। তার বাড়ি পৌরসভার আড়পাড়া গ্রামে। এরা দুজনই শিক্ষার্থী।

সংগঠনটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গ সংগঠন হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস গৌরব, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সাফল্যে মণ্ডিত। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান

পর্যন্ত দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষার্থে প্রত্যেকটি আন্দোলনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রধান ভূমিকা রেখেছে। তবে তৃণমূলের বিভিন্ন ইউনিটের অপকর্মের ভারও সইতে হচ্ছে ছাত্রলীগকে।

দামুড়হুদায় ইজিবাইকের ধাক্কায় মাদ্রাসা ছাত্র নিহত

চিৎলা মোড়ে অবৈধ ইজিবাইকের ধাক্কায় মাদ্রাসা ছাত্র আলিফ হোসেন নামের এক শিশুর মৃৃত্যু ঘটেছে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চিৎলা মোড় জামে মসজিদ ও কবরস্থান সংলগ্ন চিৎলা দারুল আরকাম নূরানী মাদরাসা ছাত্র আলিফ হোসেন (৭) মাদরাসা থেকে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বার হয়ে চিৎলা মেড়ে চায়ের দোকানে কলা- পাউরুটি কিনতে আসেন।

মাদরাসা ছাত্র আলিফ দোকান থেকে কলা – পাউরুটি কিনে মেইন রাস্তা পারাপারের সময় কার্পাসডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা অবৈধ ইজিবাইক যাত্রী নিয়ে দামুড়হুদার দিকে আসার পথে আলিফ ইজিবাইকের সামনে পড়ে ধ্বাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। গাড়িটিও তার গায়ের উপরে পড়লে গাড়ির চাকার একটা লোহার রডে তার মাথায় আঘাত লাগলে ঘটনাস্থলেই মাদরাসা ছাত্র আলিফ হোসেনের মৃত্যু ঘটে।

আলিফ হোসেন চিৎলা নতুন পাড়া গ্রামের দিনমজুর জিয়ার আলির ছেলে ও চিৎলা দারুল আরকাম নুরানী মাদ্রাসার শিশু শ্রেণীর ছাত্র । ঘাতক ইজিবাইক চালক পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলিফ হোসেন চিৎলা’র মোড় থেকে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা সড়কের চিৎলার মোড় নামক স্থানে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুত গতিতে অবৈধ ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দিলে রোডের উপর ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই আলিফ মারা যায়।

মাদ্ররাসা ছাত্র আলিফ যখন ইজিবাইকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে

মারা যান , সেসময় মাদ্ররাসা কাউকেই দেখা যায়নি বরং মাদ্ররাসার যে সকল ছাত্র ’রা উপস্থিত ছিলেন সেসকল ছাত্রদের কে মাদ্ররাসা থেকে গাড়িতে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এবং পরবর্তীতে মাদ্ররাসা বন্ধ দেখা যায়। দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ ঘাতক ইজিবাইক টি আটক করে নিয়ে গেছেন।

এ বিষয়ে চিৎলা দারুল আরকাম নূরানী মাদ্ররাসা পরিচালক মুফতি রুহুল আমিনের সাথে মুঠোফোনে উপরোক্ত বিষয় জানতে চাইলে মুঠোফোন বন্ধ পাওয়াই বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান , সংবাদ পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ইজিবাইক চালক সটকে পড়ায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ করা হয়নি। তবে ইজিবাইকটি আটক করে থানায় আনা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ছাত্রলীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

দামুড়হুদায় পৃথক পৃথক ভাবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

পরে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মল্লিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ , আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম উদ্দিন বগা , উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলি।

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রিংকুর সঞ্চালনায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আ:রাজ্জাক, সহ-সম্পাদক ওমর ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেনা হল শাখা ছাত্রলীগ দফতর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, হাউলি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহবায়ক রাসেল আহম্মেদ, যুগ্ম-আহবায়ক রায়হান, নাটুদহ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি লিমন খান, কুড়লগাছি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি রমজানসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাইমান হাসান জোয়াদ্দার অনিকের নেতৃত্বে গতকাল সোমবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্টান্ড চত্বরে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা আশিকুজ্জামান বাধনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সহিদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক এ্যাড. আবু তালেব, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগনেতা জাহিদুল ইসলাম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা রিদয়ান, সোহান, জীবন, সাকিব, আকাশ, রাফি, মেহেদীসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতারা।

ঝিনাইদহে জাসদ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগ (জাসদ) এর উদ্যোগে ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে শহরের পুরাতন ডিসিকোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে মুজিব চত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ করা হয়।

ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরের সমাবেশে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বিদুৎ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী, প্রধান বক্তা হিসেবে

বক্তব্যদেন জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক শামীম আক্তার বাবু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল আজিজ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, কোষাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান উজ্জল, দপ্তর সম্পাদক ছাড়াও আইন বিষয়ক সম্পাদক আশিষ সরকার, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি অন্তর মীর প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু শিক্ষালয়’ উদ্বোধন

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু শিক্ষালয়’র উদ্বোধন ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল সোমবার সকালে শহরের ব্যাপারী পাড়ায় এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য এ স্কুলের উদ্বোধন করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সোহেল রানা সিটি, কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক রিপনসহ অন্যান্যরা।

স্কুলের উদ্বোধন শেষে শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আগত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করান। এখন থেকে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাঠদান করানো

হবে বলে জানিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।